আমাদের বাবারা

একটা বয়সে এসে সব বাবাদের মুখ
অনেকটা একরকম হয়ে যায়।
পুজোর পায়ে পায়ে শীত আসে
তবু ক্লান্ত রোদেপোড়া কালো মুখে
বিন্দু বিন্দু ঘাম
ছুটির দুপুরে উঠোনে কাঠের চেয়ারে
বসে
বাবারা দেখেন ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে
যায়
দিগন্তে চোখ রেখে বিড়ি খান কী যেন
ভাবেন।

বাবাদের দল নেই শত্রু নেই
নিন্দার যোগ্য কেউ নেই প্রশংসারও
নেই
আজ আর পৃথিবীর অবিচারে বাব
াদের প্রতিবাদ নেই
ঘরে যদি বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকে
সেই কবেকার দু-একটি মধুময় রাত
মনে করে বাবাদের অপরাধ বোধ
হয়।

সোনার দেশের বাবারা অপেক্ষা
করেন
কবে আমাদের পরীক্ষা শেষ হবে
কবে আমাদের রেজাল্ট বেরোবে
কবে আমাদের ইন্টারভ্যুর চিঠি অ

উৎসবের সন্ধ্যায় উচছল জনস্রোত যখন
মেন-রোডের দিকে
বাবারা ইস্তিরিবিহীন পুরনো পাঞ্জাবি গ
ায়ে
এখানে ওখানে অন্ধকারে বসে
আলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থ
াকেন
খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর একটা রাত
নেমে আসে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com

াসবে
কবে আসবে অপরাহ্ আলো করা চ
াকরির চিঠি
চোখের উপর দিয়ে দিন-মাস-বছর
আর ভোট আসে ভোট চলে যায়
সেই চিঠি কখনো আসে না।
বাবাদের নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে
পরিষ্কার আকাশের নিচে মায়েদের
বুকে মেঘ ডাকে
মাঝে মাঝে বাজ ভেঙে পড়ে।
আর আমরা বাবাদের ছেলেরা
পাড়া-কাঁপানো দাদাদের ভাই জমির
দালাল
আর প্রোমোটারের সাকরেদ হয়ে
যেতে থাকি।

ট্রাম-ডিপো থেকে রিকশায় ফেরার পথে
আজও বাবাদের হেঁটে ফিরতে দেখি
অফিস কিংবা পাড়ার অনুষ্ঠানে বাবাদের
কোনো স্থান নেই
হয়তো সবাই ভুলে গেছে
একদিন তারাও অন্ধকারে লাঠি ছিল
মিছিলে স্লোগান ছিল ফেস্টুন হাতে ময়দ
ানে ছিল।
বাবাদের দেখতে দেখতে
বাবাদের কথা ভাবতে ভাবতে
একদিন আমরাও অসহায় বাবা হয়ে য
াব।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়